

# ■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৬৫৮

পর্ব-১১: হজ (এшы)

পরিচ্ছেদঃ ৯. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - হজের কার্যাবলীতে আগ-পিছ করা বৈধতা প্রসঙ্গে

### আরবী

عَن أُسامةَ بنِ شريكِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قَائِلٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَقْ أَخَّرْتُ شَيْئًا أَقْ قَدَّمْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ: «لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلِك» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

#### বাংলা

২৬৫৮-[8] উসামাহ্ ইবনু শারীক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ তাঁর নিকট এসে বলতো, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাওয়াফের আগে সা'ঈ করেছি বা অন্য কোন কাজ আগে বা দেরিতে করেছি। আর তিনি (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এতে গুনাহের কিছু নেই। তবে যে লোক অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের সম্মানহানি করবে, সে বড় গুনাহের কাজ করেছে এবং ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে। (আবূ দাউদ)[1]

## ফুটনোট

[1] সহীহ: আবু দাউদ ২০১৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৭৭৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৭২।

#### ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (عَنْ أَسَامَةُ بْنِ شَرِيْكِ) তিনি সা'লাবী তথা বাণী সা'লাবাহ বিন সা'দ গোত্রের লোক। তবে কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন সা'লাবাহ বিন ইয়ারবৃ' গোত্রের আর কেউ বলেছেন তিনি সা'লাবাহ বিন বাকর বিন ওয়ায়িল গোত্রের। তবে প্রথম মতটিই সহীহ। তিনি ছিলেন সাহাবী আহলে কুফার অন্তর্গত। তার নিকট থেকে যিয়াদ বিন 'আলকামাহ্ ও 'আলী ইবনুল আকামার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আযদী, সা'ঈদ বিন সাকান এবং হাকিম ও অন্যান্যরা বলেছেন, তার নিকট থেকে শুধু যিয়াদই বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) তার কিতাব তাকরীবুত্ তাহযীবে বলেছেন, সহীহ মতানুসারে তার নিকট থেকে শুধুই যিয়াদ বিন 'আলকামাহ্ বর্ণনা



করেছেন। খাযরাজী বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮টি।

(سَعَيْتُ) অর্থাৎ- ইহরাম বাঁধার পর মক্কার বাইরে থেকে আগন্তুক হাজীগণ যারা এ সা'ঈ করে থাকেন যা মক্কাবাসীর জন্য নফল আর এটা তাওয়াফে কুদূম-এর পর করতে হয়।

'আল্লামা মুল্লা 'আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক দিক থেকে বুঝায় যে, বিষয়টি মক্কা এবং তার বাইরের দুই অধিবাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত করবে যেটা আমাদের মাযহাব যদিও ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর বিপরীত কথা বলেছেন এবং তিনি বিষয়টিকে শুধু মক্কার বাইরে থেকে যারা এসেছেন তাদেরকে শর্ত করেছেন।

(وکان یقول : لا حرج) মিশকাতুল মাসাবীহ-এর সব নুসখাতেই এ রকমই শব্দ পাওয়া যায় যেমনটা বলেছেন ইমাম জাযারী তার জামি'উল উসূল নামক কিতাবে। তবে সুনানে আবী দাউদে আছে لا حرج لا حرج لا حرج لا مناه 'আল্লামা কাযী-এর অর্থ করেছেন لأ نثم পাপ হবে না।

باب خطبة يوم النحر ورمى ايام التشريق والتوديع

وعظ النحر خطبة يوم النحر خطبة وم শব্দটি خود পেশযোগে পড়তে হবে যা বাবে باب خطبة يوم النحر خطبة) শব্দটির অর্থ হল فعظ عاب তথা খুৎবা দিয়েছেন অর্থ হলো ওয়ায করেছেন আর এটি হল خطبة শব্দটির আভিধানিক অর্থ যা "আল কামুস" নামক অভিধানে উল্লেখিত আছে। অপরদিকে শারী আতের পরিভাষায় খুতবার পরিচয় নিম্নরপ,

عبارة عن كلام يشتمل على الذكى والتشهد والصلاة والوعظ

অর্থাৎ- ওয়ায নাসীহাত, নাবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দর্নদ, اله إله إله إله إله الله عصمد رسول الله عامة এবং যিকির সম্বলিত কথাকে শারী আতের পরিভাষায় খুৎবা বলা হয়।

ورمى ايام التشريق) তথা গোশ্ত (গোসত/গোশত) শুকানোর দিনগুলো আর তা হচ্ছে তিনদিন কুরবানীর পরের দিন প্রথমদিন হলো যুলহিজ্জাহ্ মাসের ১১ তারিখ এ দিনগুলোকে ايام التشريق বলার কারণ হলো, এ দিনগুলোতে বেশি বেশি গোশ্ত (গোসত/গোশত) শুকাতে দেয়া হয়। আর কেউ কেউ বলেছেন, কুরবানীগুলো দেয়া হয় এ দিনগুলোতে এবং তা শুরু হয় কুরবানীর দিন ১০ তারিখ সূর্য উঠার পর থেকে, তাই এ দিনগুলোর নাম المام التشريق যেমনটি বলেছেন আবৃ 'উবায়দাহ্ আল কাসিম বিন সালাম। আর এ তিনদিনের প্রথম দিনকে يوم الرؤس বলা হয়, কেননা এ দিনে মানুষেরা মিনায় অবস্থান করেন। এটাকে يوم الرؤس বলা হয়, কেননা এ দিনে মানুষেরা মিনায় অবস্থান করেন। আর দ্বিতীয় দিনের আরেক নাম يوم النفر الأخر يوم النفر الأخر عام আর ত্তীয় দিনকে বলা হয় يوم النفر الأول জারীর (রহঃ) বলেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত



পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন